সেপ্টেম্বরে স্কুল খুললে সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে পিইসি পরীক্ষা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ জাকির হোসেন বলেছেন, আগামী সেপ্টেম্বরে স্কুল খুললে সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে পিইসি পরীক্ষা হবে। আর যদি অক্টোবর-নভেম্বরে খুলে তবে নিজ নিজ স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা এমসিকিউ ৫০ নম্বরের ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেওয়া হবে। আর যদি ডিসেম্বরে স্কুল খুল তবে প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় অটোপাসের পরিকল্পনা করেছে।

আজ বুধবার দুপুরে সাংবাদিকদের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ জাকির হোসেন এসব কথা জানান। এসব বিষয়ে প্রস্তাব আগামী ১৬ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে। তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী।

করোনাভাইরাসের কারণে গত ১৭ মার্চ থেকে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ আছে। এ অবস্থায় সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৩৯ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

করোনায় মৃত্যু সাড়ে ৩ হাজার ছাড়াল

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে দেশে এ পর্যন্ত সাড়ে তিন হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছে ২ লাখ ৬৬ হাজার ৪৯৮ জন।

তবে আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হওয়া কোভিড রোগীর সংখ্যাও কম নয়। এ পর্যন্ত ১ লাখ ৫৩ হাজার ৮৯ জন রোগী সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছেন।

বুধবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ হাজার ৫৫০টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে পূর্বের নমুনাসহ ১৪ হাজার ৭৫১টি নমুনা পরীক্ষা করে ২ হাজার ৯৯৫ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট শনাক্ত ২ লাখ ৬৬ হাজার ৪৯৮।

গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ২০ দশমিক ৩০ শতাংশ।

এই সময়ে দেশে আরও ৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৩ হাজার ৫১৩ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ১১৭ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৫৩ হাজার ৮৯ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৫৭ দশমিক ৪৪ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩২ শতাংশ।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

সূত্র- যুগান্তর

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ, ভারী

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

চলছে

করোনাভাইরাসের সংকটের সময়ে মাস্ক-পিপিইসহ নানা অনিয়ম-দুর্নীতির ঘটনায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক (ডিজি) আবুল কালাম আজাদ ও সাবেক পরিচালক (ওএসডি) ডা. মো. আমিনুল হাসানকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে দুদক।

দুদক পরিচালক মীর মো. জয়নুল আবেদীন শিবলীর নেতৃত্বে একটি দল তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। দলের অন্য সদস্যরা হলেন দুদকের উপ-পরিচালক নুরুল হুদা, সহকারী পরিচালক মো. সাইদুজ্জামান ও আতাউর রহমান।

জানা যায়, নিম্নমানের মাস্ক, পিপিই ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সরঞ্জাম কেনাকাটায় দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। এছাড়াও রিজেন্ট হাসপাতালের সঙ্গে করোনার নমুনা সংগ্রহ ও চিকিৎসার বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চুক্তির প্রসঙ্গেও তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

এর আগে গত ২১ জুলাই নানা অনিয়ম ও বিতর্কের মুখে পদত্যাগ করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

এইচএসসি পরীক্ষা; ‘জেড’ আকৃতিতে বসবে শিক্ষার্থীরা!

স্বাস্থ্যবিধি মেনে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে আন্ত শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাবকমিটি। সেক্ষেত্রে পরীক্ষার কেন্দ্রে ‘জেড’ আকৃতিতে শিক্ষার্থীদের বসানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, ‘জেড’ আকৃতিতে একটি কক্ষে প্রথম

বেঞ্চে দুজন শিক্ষার্থী বসলে দ্বিতীয় বেঞ্চে বসবে একজন। এর পরের বেঞ্চে আবার বসবে দুজন। এভাবে একজন শিক্ষার্থী থেকে আরেকজন শিক্ষার্থীর তিন ফুট দূরত্ব নিশ্চিত করা হবে। প্রয়োজনে বেঞ্চগুলো আগের চেয়ে দূরে দূরে বসানো হবে। এভাবে শিক্ষার্থীদের বসালে কতগুলো কেন্দ্রের প্রয়োজন হতে পারে, সে বিষয়ে মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা (ইউএনও) স্থানীয় শিক্ষকদের নিয়ে এ ব্যাপারে কাজ করছেন।

চলতি বছরের ১ এপ্রিল এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় বসার কথা ছিল প্রায় ১৩ লাখ শিক্ষার্থীর। কিন্তু করোনার কারণে এ পরীক্ষাসূচি স্থগিত করতে বাধ্য হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সবশেষ স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরীক্ষা আয়োজনের এই চিন্তা-ভাবনা চলছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সচিব অধ্যাপক তপন কুমার সরকার গণমাধ্যমকে বলেন, ‘অনেক দিন ধরে এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত রয়েছে। এ জন্য আমরা বিকল্প পদ্ধতিতে কিভাবে পরীক্ষা নেওয়া যায় সেই পরিকল্পনা করছি। তিন ফুট দূরত্ব নির্ধারণ করে শিক্ষার্থীদের বসালে কতগুলো কেন্দ্র বা উপকেন্দ্রের প্রয়োজন হতে পারে সে ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে। এগুলো পাওয়ার পর শিগগিরই এসংক্রান্ত প্রস্তাব আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠাব। তারা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করবে।’

আন্ত শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার্থীদের প্রায় আড়াই হাজার কেন্দ্রে পরীক্ষায় বসার কথা ছিল। তবে প্রতিটি কেন্দ্রে ‘জেড’ আকৃতিতে শিক্ষার্থীদের বসিয়ে বেঞ্চগুলোর দূরত্ব বাড়ালে সাত-আট হাজার প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হতে পারে।
যেহেতু দেশে এত সংখ্যক কলেজ নেই, তাই কেন্দ্রের সংখ্যা ঠিক রেখে এর অধীনে তিন-চারটি করে উপকেন্দ্র করা হবে। সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রের আশপাশের স্কুলকেও উপকেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করা হতে পারে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

আকাশে উত্তেজনা, মার্কিন বোমারু বিমানকে ধাওয়া রুশ যুদ্ধবিমানের!

কৃষ্ণসাগরের উপর মাঝ আকাশে দুটি মার্কিন গোয়েন্দা বিমানকে ধাওয়া করেছে রাশিয়ান এয়ারফোর্স। ৯ আগস্ট মস্কোর আকাশসীমার দিকে ধেয়ে আসছিল দুটি মার্কিন গোয়েন্দা বিমান। আর সেটা রাডারে ধরা পড়তেই ধেয়ে যায় রাশিয়ান যুদ্ধবিমান। মার্কিন দুই বিমানের পথ কার্যত রুখে দেয় দুই রাশিয়ান ফাইটার জেট।

তবে এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এই ঘটনার জন্য মার্কিন এয়ারফোর্সের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। যদিও রাশিয়ান এয়ারফোর্সের দাবি, মার্কিন গোয়েন্দা বিমানগুলোকে না আটকানো হলে রাশিয়ার আকাশসীমায় ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা ছিল।

এই ঘটনার পর রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর রাডারে আমেরিকার গোয়েন্দা বিমান দুটি ধরা পড়ার পর একটি এসইউ-২৭ যুদ্ধ বিমান মার্কিন বিমান দুটিকে তাড়া করে। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, রাশিয়ার সীমান্ত লঙ্ঘনের কোনও ঘটনা মস্কো মেনে নেবে না কখনই।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে রাশিয়ার এয়ার স্পেস কন্ট্রোল সিস্টেম কৃষ্ণ সাগরের আকাশে বহু সংখ্যক মার্কিন ও ন্যাটো বাহিনীর বিমানকে শনাক্ত করেছে। যারা রাশিয়ার সীমান্ত লঙ্ঘনের চেষ্টা করেছে বলে দাবি করেছে মস্কো। সর্বশেষ এমন ঘটনা ঘটেছিল ৩০ জুলাই। ওইদিন আমেরিকার একটি বিমান রাশিয়ার আকাশের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে একটি রাশিয়ান এসইউ-২৭ যুদ্ধ বিমান মার্কিন বিমানটিকে পাল্টা ধাওয়া করে। যা নিয়েও ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়।

সূত্র: সিজিটিএন।

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

হাসানুজ্জামান লাল্টুর তত্বাবধায়নে মুজিবনগর উপজেলার প্রাণকেন্দ্র কেদারগঞ্জ বাজার বিশ্ব মানচিত্রের রেপ্লিকা সহ দৃষ্টিনন্দন ফোয়ারার চালুর পরিদর্শন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি।

সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের দুর্নীতির ফিরিস্তি!

আলমডাঙ্গার সর্বোচ্চ দুই কর্মকর্তার পক্ষ থেকে সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরকে নিয়মিত অফিস করতে আল্টিমেটাম দেওয়ার পর অফিসের অনেকেই মুখ খুলছেন। বেরিয়ে আসছে দুর্নীতিতে আকণ্ঠ ডুবে থাকা মামুন বাবরের সব কুকীর্তির কথা। কিভাবে তিনি আলমডাঙ্গাবাসিকে কল্পনার ক্ষমতার ফানুস দেখিয়ে দাবিয়ে রাখে সেই গল্পও উঠে আসছে নানা লোকের মুখের বর্ননায়।

প্রশ্ন উঠেছে, কি তার ক্ষমতা? কেন তিনি সকালের অফিস বিকেলে আসেন? আর প্রকাশ্যে কিভাবে দুর্নীতির টাকার ব্যাগ গুছিয়ে তিনি অফিস ছাড়েন? আলমডাঙ্গার মানুষ দেখেও কেন না দেখার ভান করে থাকেন? এরকম অনেক প্রশ্ন মানুষের মাথায় মাথায় ঘুরছে। কিন্ত এক অদৃশ্য শক্তির কারণে এর ঠিক উত্তর কেউ খুঁজে পাচ্ছে না।

সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের শক্তির উৎস কোথায় তা কেউ ঠিক মত না জানলেও তার অবৈধ আয়ের কয়েকটি খাত উল্লেখ করেছেন ভুক্তভোগীরা। সূত্র থেকে জানা গেছে, বৃহৎ আলমডাঙ্গা উপজেলার সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে সপ্তাহের তিনদিনে কমপক্ষে তিন‘শ দলিল রেজিস্ট্রি হয়ে থাকে। এরমধ্যে খারিজবিহীন প্রতি দলিল রেজিস্ট্রি করতে তিনি নেন ৬ হাজার টাকা। আবার খারিজবিহীন এই দলিলে অন্য দলিলের রেফারেন্স এলে তার প্রতি দলিল বাবদ দেওয়া লাগে আরো ৬ হাজার টাকা করে। খারিজবিহীন একটি দলিলে যদি আরো অন্য চারটি দলিলের রেফারেন্স আসে তাহলে তাকে দেওয়া লাগে ৩০ হাজার টাকা।

এছাড়া, সার্টিফাইড রেকর্ড বাদে প্রতি দলিলে তাকে দেওয়া লাগে ১ হাজার করে টাকা। সূত্র মতে, দিনের বেশীরভাগ দলিলই সার্টিফাইড

রেকর্ড বাদে রেজিস্ট্রি হয়ে থাকে। অনেক দলিল রেজিস্ট্রি হয় খাজনা রশিদ বাদে। এই দলিলেও দেওয়া লাগে ১ হাজার করে টাকা।

এছাড়া, প্রায় প্রতিদিনই বাড়ির দামি জমিকে ধানি জমি দেখিয়ে কম মূল্যের দলিলে রেজিস্ট্রি করা হয়ে থাকে। আর এ ধরনের দলিলে তাকে দেওয়া লাগে মোটা অংকের উৎকোচ। সবেচেয়ে ভয়ংকর পন্থায় টাকা আদায় করেন লেট ফি নামক একটি খাতে। তিনি সকালের অফিসে আসেন বিকেলে। অথচ লেট ফি দিতে হয় দলিল লেখকদের। প্রতি দলিলে তিনি লেট ফি আদায় করেন ১শ টাকা করে।

সূত্র মতে এ ধরনের বিভিন্ন খাতের টাকা সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে টাকার ভারে ভারী হয়ে যায় ব্যাগ। তবে সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবর কারো হাত থেকে সরাসরি টাকা নেন না। টাকা হাতিয়ে নিয়ে ব্যাগ ভরে দেয় অফিসের একজন তার নাম বুলবুল। সাব-রেজিস্ট্রারের বিদায় বেলা এক স্যালুটে বুলবুলের পকেটও ভরে যায় টাকায়।

এসব কথা ছড়িয়ে বেড়ায় আলমডাঙ্গার আকাশে-বাতাসে। ঠিক এমন অবস্থায় টনক নড়েছে উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের। সময় মত অফিসে না আসা, দুর্নীতিতে ডুবে থাকা ও চরম স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগে সাব-রেজিস্টার মামুন বাবরকে আল্টিমেটাম দিয়েছেন আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী। সময় মত অফিসে না এলে প্রয়োজনে সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে ঢোকার সব পথ বন্ধ করে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয়। সোমবার বিকেল পর্যন্ত মামুন বাবর অফিসে না আসায় উপজেলার সর্বোচ্চ এই দুই কর্মকর্তা সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন।

সাব রেজিস্ট্রার মামুন বাবর সোমবার দিনভর অফিসে আসেননি এই সংবাদ পেয়ে দুপুরের পর থেকে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী সাব রেজিস্ট্রি কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন। অফিস থেকে কেউ একজন মামুন বাবরকে বিষয়টি গোপনে জানিয়ে দেন। ভয়ে তিনি আলমডাঙ্গায় কারো বাড়িতে আত্মগোপনে থাকেন। বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসার এলাকা ছাড়লে ৫ টা ৫০ মিনিটে মামুন বাবর অফিসে ঢোকেন।

এ সময় উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার পুনরায় সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে প্রবেশ করেন। তাঁরা দু‘জনে মামুন বাবরকে সরকারি নিয়মে অফিস করতে আল্টিমেটাম দেন।

জানা গেছে, ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপার বাসিন্দা মামুন বাবর আলমডাঙ্গায় সাব-রেজিস্ট্রার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন বেশ কয়েক বছর ধরে। তিনি সপ্তাহে তিনদিন প্রতি সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার ঝিনাইদহ থেকে আলমডাঙ্গায় এসে দায়িত্ব পালন করেন।

সূত্র জানায়, সাব-রেজিস্টার মামুন বাবরের অফিসে আসার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তিনি কোন কোন দিন আসেন দুপুরে আবার কোন কোন দিন আসেন বিকেলে। এ নিয়ে প্রশ্ন তুললে তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। তার স্বেচ্ছাচারিতার কাছে অফিসের বেশীরভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারী অসহায় হয়ে থাকেন। হাতে গোনা কয়েকজনকে সাথে নিয়ে তিনি দলিল লেখকদের ওপর রীতিমত স্টিমরোলার চালান।

সূত্র জানায়, বছর দুয়েক আগে চরম স্বেচ্চাচারিতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাড়িয়ে দলিল লেখকরা মামুন বাবরের অপসারনের দাবিতে একটি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এতে অচালাবস্থা দেখা দেয় সাব রেজিস্ট্রি অফিসে। কিন্ত মামুন বাবরের ক্ষমতার হাত দীর্ঘ হওয়ায় তাকে কেউ টলাতে পারেনি। তিনি জেকে বসেন অফিসে।

এরপর থেকে তার স্বেচ্ছাচারিতা শতগুণ বেড়ে যায়। তিনি অফিসের কয়েকজন অনুগতকে সাথে নিয়ে বিরাগভাজনদের ওপর স্টিমরোলার চালাতে থাকেন। কোনদিন অফিসে আসেন আবার কোনদিন অফিসে আসেন না। গ্রাম থেকে আসা শত শত নারী-পুরুষ দিনভর অপেক্ষা করে করে শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে যান। তিনি কারও কাছে জবাবদিহি করতে রাজি নন। মামুন বাবরের স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে শহরময় আলোচনা হতে থাকে। মামুন বাবরের অদৃশ্য শক্তির কাছে সবাই নত স্বীকার করতে থাকে। দিনের পর দিন চলতে থাকে এভাবেই।

এ ব্যাপারে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন বলেন, সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের যত ক্ষমতা থাকে খাকুক। তাকে সরকারি নিয়ম মেনে অফিসে আসতে হবে। না এলে তার বিরুদ্ধে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে তার জন্য উপজেলার গেইট বন্ধ করে দেওয়া হবে।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী বলেন, সময় মত অফিসে না এলে আইনানুযায়ী সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ব্যাপারে সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের মোবাইলে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি মোবাইল রিসিভ করেননি।

[redacted]

[redacted]